সুতানুটি উৎসবে বিতর্কসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি— গত ২৪ ও ২৫ আগস্ট সুতানুটি পরিষদ আয়োজিত সুতানুটি উৎসব হয়ে গেল উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী শোভাবাজার নাটমন্দিরে।

১৯৯২ সালের ২৪ আগস্ট প্রথম শুরু হয়েছিল এই উৎসব। এ বছর তা ৩২ বছরে পদার্পণ করল। ১৯৯২ সালে যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সুতানুটি পরিষদ, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়, মেয়র কমলকুমার বসু, পৌরপিতা পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, কবিরাজ কৃষ্ণানন্দ গুপ্ত, অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। উদ্দেশ্য ছিল, উত্তর কলকাতার বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

বর্তমানে এই পরিষদের সভাপতি পদে আছেন বিশিষ্ট বর্ষীয়ান আইন-বিশেষজ্ঞ অনিন্দ্যকুমার মিত্র। এবছর সুতানুটি উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা। সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে রামমোহন লাইব্রেরিকে। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

২৫ আগস্ট অনিন্দ্যকুমার মিত্রের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় একটি আকর্ষণীয় বিতর্কসভা। বিতর্কের বিষয় ছিল, 'বাঙালির তার্কিক মন বাংলার উন্নতির অন্তরায়।' এর পক্ষে বক্তা হিসেবে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার, নৃত্যশিল্পী অলকানন্দা রায়, তথ্যচিত্র নির্মাতা মুজিবর রহমান, বাচিকশিল্পী দেবেশ ঠাকুর ও অধ্যাপক ইমানুল হক। বিপক্ষে বক্তা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ বক্সী, বাচিকশিল্পী-চিত্রনির্মাতা সুবীর মণ্ডল, 'নন্দন'-এর প্রাক্তন অধিকর্তা যাদব মণ্ডল ও কবি-সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল। যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তিতে খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এই বিতর্কসভা। তবে বিপক্ষের বক্তাদের পাল্লাই ভারী হয়ে উঠেছিল। উপস্থিত শ্রোতাদের ভোটে শেষ পর্যন্ত বিপক্ষের দলই জয়লাভ করে। এর মধ্যে পক্ষের বক্তা জহর সরকার এবং বিপক্ষের বক্তা সৈয়দ হাসমত জালালের বক্তব্য শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়।

উৎসব শেষ হয় সুতানুটি পরিষদের 'মহিলামহল'-এর শিল্পীদের সঙ্গীতালেখ্য দিয়ে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্পা বটব্যাল।